AMABODHINI PATRIKA

...ালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

...জ্যৈষ্ঠ—বঙ্গাব্দ ১২৮৫। { ১৩ শ ভাগ।

গার্হস্থ শিক্ষা।

২য় অধ্যায়।

...মনুষ্যই একেবারে জ্ঞানবান্ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না। অজ্ঞান অব-
...গ্রহণ করে, ক্রমে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে নানাপ্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া
...কর্ম্মের উপযুক্ত হইতে থাকে। কিছু না কিছু শিক্ষা করা মনুষ্যের
...ক। জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে শিক্ষাবৃদ্ধিরও সঞ্চার হয়। অতএব
...ম মনুষ্যের নানাবিষয়িণী শিক্ষা আপনা হইতেই ঘটিয়া
... কোন প্রকার শিক্ষা হইবেই হইবে, তখন ইচ্ছা ও
...বষয় না শিখিলে মন্দ বিষয়ের শিক্ষা ঘটে। একজন
... যে, মনুষ্য কার্য্যের অভাবেই অকার্য্যে লিপ্ত হয়।
...ধিক পরিমাণে পরনিন্দা পর চর্চ্চা করিতে ভাল বাসে
...্য না থাকিলে মন্দ কার্য্যে লিপ্ত হয়। এবিষয়েও

...করে?

...রে।"*

...ার।

করেন, সঙ্গদোষে তাঁহার মন্দ শিক্ষা ঘটে,
পরকাল উভয় কালই সুখে বঞ্চিত থাকেন।

পশুরা কোন ভাল বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম্ম,
পারে না। কেন না ঈশ্বর উহাদিগকে ঐ সকল শি
নাই। ঐ সকল শিখিবার সামর্থ কেবল মনুষ্য জ
কেবল মনুষ্যেরাই উহা শিখিয়া থাক। মনুষ্য
আত্মার উন্নতি সম্পাদন করে বলিয়া পশু অপেক্ষ
মানব উহা আত্মগত করিতে না পারেন, তিনি
অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া যান। পশুদের স্বভাবক্রমে তাহাদের কে
প্রকার পাপ শিক্ষা ঘটে না, কিন্তু মনুষ্য শিক্ষানিবিষ্ট না হইলে
অসাধু ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কেবল পাপ শিক্ষা করিতে থা
পরীক্ষা সিদ্ধ কথাটী প্রাচীন কালের স্ত্রীকবিরাও জানিতেন যথা—
খুটি নুটি, অভাগী যেন পাপের কুটি।" ভাব এই যে, যে নারী
হিতকর কার্য্য করিতে ভাল বাসেনা; নিদ্রা, বিলাস, শয়ন,
লইয়াই থাকে, সেই নারী নিশ্চয় অভাগ্যবতী হয়। নিষ্ক্রি
স্বভাবের বিরুদ্ধ, সুতরাং ভাল কার্য্যে লিপ্ত
অর্থাৎ বৃথা বা নিষ্ফল কার্য্য করিতে হয়। বৃথা
পাপ সঞ্চার হয়, রোগ শোকাদি উপস্থিত হয়, সুতরা

অনেকে মনে করেন যে, লিখিতে আর পড়িতে
সমস্ত শিক্ষা সমাধা হইল। বস্তুতঃ তাহা নহে।
শিক্ষা না হয়, ক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানার্জ্জন, সু
শিক্ষা না হয়, তাহা হইলে শুক পাখীর
ভনের তুল্য অক্ষর আঁকিতে শেখায় কি
লেখা কথনই মনুষ্য জীবনের প্রধান কার্য্য
নীতি, সদাচার ও কার্য্য প্রণালীর
পুস্তকের দাস হইলে সে

B

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনীর ১২৮৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয় জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যার কতক অংশ ইতি পূর্ব্বে মুদ্রিত ছিল, এক্ষণে তাহ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করা গেল এবং ইহার মূল্য গ্রাহকগণের প্রতি ৵ দুই আনা নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহার একটি মাত্র প্রস্তাব অন্য সংখ্যার পুন নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ত্তমান সংখ্যা গ্রহণ করিবেন, আশা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ইহা প্রেরণ করা যাইতেছে। যদি কেহ ইহা গ্রহণে ইচ্ছুক না হন, আমাদিগের নিকট প্রতিপ্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

১৮৮০। ১লা সেপ্টেম্বর
বামাবোধিনী কার্য্যালয়

নিবেদক।
শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কার্য্যাক্ষম হইয়া যায়, বিলাস বাবু ও অহঙ্কারী হয়। অতএব কেবল অক্ষর আঁকিতে বা পড়িতে না শিখিয়া যদি লেখাপড়ার ফল শিখিতে পারে, তাহা হইলে ক্ষতি নাই। দেখা যায়, অনেকে লিখিতে কি পড়িতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় লেখা পড়ার সার উদ্দেশ্য বা ফল স্বরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, সুনীতি, সদাচার ও কার্য্যদক্ষতা. গুণে পরিপূর্ণ। আত্মাতে এই গুণ সম্পাদন করিবার নিমিত্তই লেখা পড়ার প্রয়োজন, নচেৎ পক্ষীর ন্যায় অক্ষর উচ্চারণ করা, আর আকুড়নের ন্যায় আঁকিতে অভ্যাস করাই বৃথা।

লেখা পড়ার এত গৌরব কেন? তাহা যিনি বুঝেন, তিনিই যথার্থ লেখা পড়া শিখিতে পারেন। অনায়াসে ও সুবিধা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত যেমন বিবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই রূপ সহজে শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করার নিমিত্তই অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব লেখা পড়া এক প্রকার যন্ত্রের স্বরূপ।

মনুষ্য সংসারে থাকিয়া অনেক প্রকারে শিক্ষা পায়—কতক দেখে শেখে, কতক বা শুনিতে শুনিতে শেখে, কতক বা ঠেকে শেখে। এই সকল শিক্ষা পিতা মাতা ভ্রাতা বয়স্য ও গুরু প্রভৃতির নিকট হইতেই হয়। ফলতঃ যাহার শিখিবার ইচ্ছা থাকে, সে যে কোন প্রকারে হউক, শিখিতে পারে সন্দেহ নাই। প্রাচীন স্ত্রীকবিরা এবিষয়ে এইরূপ উদাহরণ দিয়া থাকেনঃ—

"যে শেখে সে শেখে।
ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে॥"

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতি অর্জনভার আর গৃহিণীর প্রতি গৃহস্থালির ভার ন্যস্ত আছে। সুতরাং গৃহস্থ ও গৃহিণীর অগ্রে ইহা দেখা আবশ্যক যে, অর্জন-বিদ্যার অঙ্গ কি এবং গৃহস্থালি বিদ্যার অঙ্গ কি? অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন; কৃষি, বানিজ্য শিল্প, রাজকার্য্য, সঙ্গীত, এই সকল বিদ্যা উপার্জ্জনের অঙ্গ এবং শিল্প, কার্য্যবিধান, স্বাস্থ্য বিধি, পুত্র ভৃত্যাদি পালন, সদাচার, পরিচর্য্যা, ও রন্ধন বিদ্যা এই সকল গৃহস্থতার অঙ্গ। অতএব যথার্থ যাহা উপার্জনের অঙ্গ, গৃহস্থ শ্রেণীর পুরুষের তাহাই শিক্ষা করা এবং গৃহিনী জাতীয় নারীর গৃহস্থালীর অঙ্গ বিদ্যা করা অত্যাবশ্যক। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিনয় ও

সাধুতা প্রভৃতি শিক্ষা করা সকলেরই আবশ্যক। এইরূপ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা করিলে প্রত্যেক সংসার উজ্জল ও সুখময় হয় সংশয় নাই। কিন্তু ইহার বিপরীত বা ব্যতিক্রম হইলে কোন ক্রমেই সংসারে থাকিয়া সুখ আশা করা যাইতে পারে না। এই প্রকার নিয়ম যে ভাল, তাহা প্রাচীনা গৃহিনীরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যথা———

রান্না বাড়্না ঘর কন্না
দেওয়া থোয়া করা কর্ম্মা
মেয়ে মানুষের হাতে।
আনা লেওয়া করা কর্ম্মা পুরুষ মানুষের মাথে।

(রান্না—রন্ধন, বাড়না—বণ্টন, ঘরকন্না—গৃহকর্ম্ম, আনা—আহরণ, লেওরা—স্বীকার ও কর্ত্তৃত্ব, করা কর্ম্মা—উপার্জ্জনের উপযোগী কার্য্য কর্ম্ম মাথে—মস্তকে)

ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, সদাচারী ও বিনয়ী হওয়া স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই আবশ্যক। ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী না হইলে লোকে তাহাকে বিশ্বাস করে না সুতরাং তাহার স্বচ্ছন্দ উপার্জ্জন করা দুর্ঘট হইয়া উঠে। বিনয়ী না হইলে লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকে না, ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত সুখে সংসার নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। গৃহিনীদিগের পক্ষেও এইরূপ, গৃহিনী সদাচারী, বিনয়ী, দয়ালু না হইলে সংসারের শ্রী থাকে না। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, বিশেষতঃ মাতা প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদাই কলহ জন্মে। অতএব, সদাচার ও বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য।

"যদি হয় সুজন এক হাঁড়িতে সাত জন।"
(এক হাঁড়িতে—একান্নে।)

সুজন হইলে বহুজন একান্নে থাকিলেও কোন প্রকার অসুখের কারণ ঘটে না। কিন্তু কুজন হইলে দুই জন মাত্র একত্রিত হইলেই বিভ্রাট ঘটে।

কতকগুলি পুরাতন স্ত্রীকবি বচন আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, কি কি দোষে নারী জাতি কুলক্ষণা এবং কি কি গুণে সুলক্ষণা বলিয়া উক্ত হয়। কুলক্ষণ যথা———

"অখিল পুরে আনে মিন্সে মাগী লক্ষ্মীছাড়া।
এক করিতে আর করে সদা খায় তাড়া।"
"ধান চা'ল ধন দৌলৎ ছড়াছড়ি যায়।
ইন্দুরে বাঁদরে খায় ফিরে নাহি চায়।"
দাঁতে ছ্যাতলা তিন পুরু ভূত পলায় গন্ধে।
রাঙের রাধা গলে পড়েন শোন তিন সন্ধ্যে।
"খড়ম পেয়ে চিরুন দাঁতি ট্যাঁস ট্যাসালে কথা,
হাতের লক্ষ্মী ছেড়ে যায় হেন নারী যথা।"
"কাযে কুড়ে ভোজনে ধেড়ে বচনে মারে পোড়ায়ে,
উঠতে হলেই সর্ব্বনাশ বাছারে চড়ায়ে।"
"ঘরে এলে অতিথ ব্যথিত বজ্র ভেঙ্গে পড়ে
মুখ যেন তোলো হাঁড়ি গুমরে গুমরে মরে।"
(দুঃশীলা নারীর লক্ষণ।)
লাজ নেই লজ্জা নেই, ধরম নেই করম নেই,
কেবল আছে গলা।"
লোক নেই লোকুশো নেই, সাঁজ নেই সকাল নেই
আছে কেবল নোলা।"
জ্ঞান নেই গুণ নেই গহনা হলেই হলো
মরে যাক ছেড়ে যাক পেট ভরলেই হলো।"
খির খির ঝির ঝির কুঁছুলে মেয়ের দশা।
কিছু সয়না জ্বলে মরেন কথায় কথায় গোঁসা।"
পরের ধনে মরেন ফেটে আপন গণ্ডায় ভাল,
(বলেন) আড়ির চাল চিবিয়ে ফেলবো ছাড়বো কেন ভাগ।"

নারী জাতির এই সকল দোষ অতি মন্দ। যাহাতে এই সকল উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। বাল্যকাল হইতে এই সকল দোষে লিপ্ত না হইবার অভ্যাস করা আবশ্যক।

বারিবিজ্ঞান।

জল যতক্ষণ সমপৃষ্ঠ না হয়, ততক্ষণ কোন রূপেই স্থির থাকে না; উচ্চ স্থানের জল প্রবাহিত হইয়া নীচ স্থানে গমন করিতে থাকে। এই অতি সামান্য ভৌতিক নিয়ম দ্বারা কত প্রকার উপকার দর্শিতেছে, তাহা নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। নদী, নির্ঝর প্রভৃতি সমুদায় প্রবাহশালী জলাশয়ের জল এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া যায়। শরীরস্থ শোণিত যেমন সমুদয় অঙ্গের স্বাস্থ্য সাধন ও পুষ্টি সম্পাদন করিয়া প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরায় প্রবেশ করে, তদনন্তর তদপেক্ষা প্রশস্ত অন্যান্য শিরায় প্রবাহিত হয়, অবশেষে বক্ষঃস্থলস্থ রক্ত স্থলীতে উপস্থিত হইয়া পরিশোধিত হয়; সেইরূপ অবনীমণ্ডলে জীব জন্তুর শরীর রক্ষণ ও সুখ সাধনার্থ যত জল বর্ষিত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে নীচ দেশে গমন করিয়া কোন ক্ষুদ্র নির্ঝরে পতিত হয়, পরে তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন প্রবাহের সহিত মিশ্রিত হয়, অনন্তর কোন বেগবতী নদীতে গমন করে, অবশেষে অবনীর রক্তস্থলী স্বরূপ সাগর-গর্ভে পতিত হইয়া মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য দেখ, জলের নীচগামিত্ব ধর্ম্ম ব্যতিরেকে এই সমস্ত শুভকরী ক্রিয়ার আর অন্য কারণ নাই। বিশ্বাধিপতির বিশ্বরাজ্যে এক এক সামান্য কারণ হইতে কত মহৎ কার্য্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নদী নির্ঝরাদির খাত ক্রমে ক্রমে অত্যল্প নিম্ন হইয়া আসিলেই, প্রবল প্রবাহ উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যদি নদীর খাত সরল ও অবন্ধুর হয়, তবে প্রতি ক্রোশে ছয় বুরুল করিয়া নিম্ন হইলেই তাহার জল এক এক হোরায় প্রায় ১॥ ক্রোশ গমন করে। হিমালয় গিরির নির্ঝরাদি যে স্থানে গঙ্গার প্রবাহে অবতীর্ণ হয়, সে স্থান সাগরসঙ্গম হইতে প্রায় ৮০০ ক্রোশ অন্তরিত, কিন্তু ৫৩৩ হস্ত অপেক্ষা উচ্চতর নহে। আমেরিকার দক্ষিণ খণ্ডে মেগ্‌ডেলেনা নামে এক নদী আছে, তাহা আণ্ডিস পর্ব্বতের কূট দ্বয়ের মধ্য দিয়া প্রায় ৪৪০ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার খাত ঐ ৪৪০ ক্রোশে ৩৩০ হাত মাত্র নিম্ন হইয়া আসিয়াছে।

তরল পদার্থের নীচগামিত্ব ধর্ম্ম আপাততঃ অতি সহজ বিষয় বোধ হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ধরণীমণ্ডলে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এক সময়ে ভূমণ্ডলের ভূরি ভাগ জলে পরিপূর্ণ ছিল, সেই জল ক্রমশঃ নির্গত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে যে সমস্ত দেশ সদ্বিদ্যাশালী সভ্য লোকদের আবাস-ভূমি, বুদ্ধি ও বিদ্যার আকর স্থান, সুখ ও সৌভাগ্যের আগার স্বরূপ, এবং লোকের কলরবে ও শিল্প ও বাণিজ্যের আড়ম্বরে সদত পরিপূর্ণ দেখা যায়, তাহার মধ্যেও অনেক স্থান সে সময়ে জলাকীর্ণ ছিল, সে জল আপনার নীচগামিত্ব গুণে তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রশস্ত ক্ষেত্র ও মনোহর কানন উদ্ভাবন করিয়াছে। ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী বোহিমিয়া দেশে একটী পর্ব্বত পরিবেষ্টিত বহু বিস্তৃত হ্রদ ছিল, তাহার জল ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া ঐ দেশের অতি সুন্দর উর্ব্বরা-ভূমি উৎপাদন করিয়াছে, এবং শেষকালে যে প্রবাহ দ্বারা সেই সকল জল নিরন্তর নির্গত হইয়া আসিয়াছে তাহা এক্ষণে তদ্দেশীয় এল্‌ব নদী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সুইজল্‌ও দেশের অনেকানেক উপত্যকা এক সময়ে জলময় হ্রদ মাত্র ছিল। তাহাদের জল নিঃসরণের পথ এরূপ অপ্রশস্ত, যে অদ্যাপি কখন কখন বরফ পড়িয়া ঐ পথ রুদ্ধ হইলে তৎপার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকা ভূমি পূর্ব্ববৎ জলাকীর্ণ হইয়া উঠে। এক্ষণেও অনেক হ্রদ পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, সে সকলও এককালে মানব জাতির আবাসভূমি হইয়া লোকের কলরবে ও বিষয়-কার্য্যের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইবে।

সমুদায় হ্রদই প্রথমে লবণাম্বু ছিল। কিন্তু সে জল যেমন পূর্ব্বোক্তরূপে বহির্গত হইয়া সমুদ্রে গমন করে, বৃষ্টি ও নদীর জল পতিত হইয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে ঐ সকল হ্রদের লবণাংশ ক্রমে ক্রমে দূরীকৃত হইয়া তাহার জল পানযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে। এক্ষণে অবনীমণ্ডলে যে সমস্ত হ্রদ বিদ্যমান আছে তাহাদের জল উল্লিখিতরূপে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং বলিতে হয় ভূ-ভাগের লবণাংশ নিয়ত প্রক্ষালিত হইয়া মহার্ণবে মিশ্রিত হইতেছে। যে সকল হ্রদের জল

নিঃসরণের পথ অদ্যাপি প্রস্তত হয় নাই, মনুষ্যেরা কৌশলক্রমে তাহাদের জল বাহির করিয়া দিতে পারেন, এবং তৎসমুদায়ের লবণাম্বু হ্রাস করিয়া নির্ম্মল জল পূরণ করিতে পারেন। আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী মেক্সিকো নগরের অনধিক দূরে এক হ্রদ আছে, প্রায় ১৯৫ বৎসর হইল তাহার জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া উল্লিখিত নগর প্লাবিত হইয়াছিল। তত্রত্য লোকেরা ঐ জল-প্রণালী ক্রমে ক্রমে গভীর করিয়া অদ্যাপি হ্রদের জল নিঃসারণ করিতেছে, তদীয় লবণাংশ দিন দিন দূরীকরণ করিতেছে, এবং ঐ নগরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় অনুর্ব্বরভূমি পরিশোধন পূর্ব্বক শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত করিতেছে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! জলের নীচগামিত্ব ধর্ম্ম মাত্র এই সমস্ত সুখকর ব্যাপারের মূল কারণ। জগদীশ্বর কেমন সহজ কৌশলে কত গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করেন! (ক্রমশঃ)

বিড়াল তপস্বী।

এক দিন প্রফুল্লকর প্রভাত সময়ে কোন নেউল কুলবালা একটী শশকের আশ্রম বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া সচ্ছন্দে তথায় বাস করিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে শশক প্রত্যূষ ভ্রমণান্তে স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল, নেউলেশ্বরী গবাক্ষ-দ্বারে দণ্ডায়মানা আছে। শশক মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "এ কি? আমার পৈতৃক বাস্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবে না কি?" অতঃপর ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ঐ নেউলকে কহিল "ওগো শুভান্বিতে, ত্বরায় আমার ভবন হইতে বহির্গত হও, নতুবা আমি গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করি।" চতুরা নেউলকন্যা উত্তর করিল, হাঁ ভূমির স্বত্ব পূর্ব্বাধিকারীর বলিয়া বিবাদ বাঁধাইবার ইহা অতি উত্তম কল্পনা বটে। মৃত্তিকা খনন করিতে তোমার প্রচুর পরিশ্রম হইয়াছিল, তা যাইহউক, বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। আমাদের স্থূলকায়, লম্বোদর, বিড়াল তপস্বী মহাশয় আসিতেছেন, উহাঁকেই বিবাদ নিষ্পত্তির ভারার্পণ করিতেছি, উনি যাহা বলিবেন তাহাই শিরোধার্য্য। শশক কহিল আচ্ছা উত্তম কথা, কিন্তু ওঁর স্বভাব চরিত্র কিরূপ তাহা আমি জানি না, ভয় হয়

পাছে এক করিতে আর হয়। নেউল কহিল কিছু চিন্তা নাই। উহাঁর মত বিশুদ্ধ স্বভাব এ রাজ্যে আর নাই। অতি শান্ত, উদার স্বভাব। বিড়াল যোগী নিকটে আসিয়া কহিল "বৎস! তোমরা কিসের জন্য বিবাদ করিতেছ?" শশক সশঙ্কিত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি পূর্ব্বক কহিল "আবাসের জন্য।" বিড়াল কহিল, "শুনিতে পাইলাম না, তোমরা আমার কিঞ্চিৎ নিকটে আগমন করিয়া বল।" এই কথায় প্রত্যয় করিয়া নেউল এবং শশক যেমন বিড়ালের নিকটবর্ত্তী হইল, বিড়াল অমনি 'মেও' শব্দে তাহাদের ঘাড়ের উপর দুইটী কোমল হস্ত বসাইয়া তাহাদের গ্রীবাচ্ছেদন ও বিবাদ নিষ্পত্তি করিল। দুর্ব্বলে দুর্ব্বলে বিবাদ হইলে প্রবলকে মধ্যস্থ মানিলে শেষে এইরূপ ফল হয়।

দুঃখিনী বিধবা ও হরিণ শিশু।

আঁধারে মগন ধরা নিশীথ রজনী,
ঝিঁঝিঁ রবে কম্পিত ভুবন,
একাকিনী পর্ণগৃহে কাঁদিছে রমণী
নেত্রজলে ভাসে দুনয়ন।

পাশে শিশু একমাত্র প্রাণের কুমার,
ঘোর রোগে আছে হতজ্ঞান,
নিমীলিত পদ্মসম মুখচন্দ্র তার
যত দেখে উথলিছে প্রাণ!

হায় রে দুর্দ্দিন হলো, স্বামীধনে নারী
হারায়েছে বিষম বিকারে,
না শুখাতে মুখে তার সেই অশ্রুবারি
হারায় বা প্রাণের কুমারে।

বাবা! বাবা! আয় বাবা মেলেনা নয়ন
ক্রমে সংজ্ঞা মিলাইয়া আসে,

সময় বুঝিয়া নিশি আঁধারে মগন,
যম আসি সেই গৃহে পশে ?

মায়ের প্রাণের ধন উঠরে সন্তান,
তুমি দীপ আঁধার ভবনে ;
আর উঠ! ঘোরাচ্ছন্ন হইতেছে জ্ঞান
ক্রমে জাল পড়িছে নয়নে।

উঠিল রোদন ধ্বনি স্বর ফাটাইয়া—
বায়ু সেই ক্রন্দন বহিল ;
দুই এক প্রতিবাসী করুণা করিয়া—
সেই গৃহে আসিয়া পৌছিল!

কেঁদনা, কেঁদনা হায় সাধে কিরে কাঁদে
আর তার কি রহিল ভবে?
অকালে গ্রাসিল রাহু আজ তার চাঁদে
কি সান্ত্বনা দেও তারে সবে।

আছাড়ে পড়িল মাতা, বিচেতন হায়,
হাহাকারে সে পাড়া কাঁপিল ;
প্রতিবাসী মৃত শিশু ত্বরা করি লয়ে,
শূন্যঘর রাখিয়া চলিল।

মৃত শিশু যত যায় রোদনের ধ্বনি
সঙ্গে সঙ্গে যেন তথা যায়,
ঘরে ঘরে সেই রবে যতেক জননী
শিশু কোলে করে হায় হায়!

কাজ নারি যায় যেন সে কালযামিনী,
কেঁদে কেঁদে অবসন্ন প্রায়—
ভগ্ন ঘর ধূলি'পরে লুণ্ঠিতা কামিনী,
প্রতিবাসী ধরিয়া বুঝায়।

এক দিন দুই দিন ক্রমে ক্রমে গত,
আর যেন কাঁদিতে না পারে,
চক্ষু যেন অশ্রুপাতে হয়ে শক্তিহত
আর অশ্রু ফেলিবারে নারে।

ভগ্ন কণ্ঠে গুণ গুণ রোদনের ধ্বনি,
জাগে শুধু রজনী দিবসে;
ভগ্ন গৃহে ভগ্ন প্রাণে পড়িয়া রমণী,
যাপে দিন বিষাদে বিরসে।

প্রফুল্ল বদনে তার হাসি ছিল ভরা,
সেই হাসি যেন কে হরিল;
কত আশা কত সুখে পূর্ণ ছিল ধরা
সেই ধরা শ্মশান হইল।

দিবসে অন্নের তরে ভ্রমে নানা স্থানে,
রাত্রি হলে কাঁদে আসি ঘরে,
নিন্দা করে রমণীর কঠিন পরাণে—
পড়ে থাকে বিরস অন্তরে।

একদিন কাঠুরিয়া আসিল পাড়ায়,
হাতে মৃগশাবক সুন্দর;
কেমন চটুল, কিবা চিত্র তার গায়,
চক্ষু দুটী কিবা মনোহর।

মূল্য দিয়া মৃগশিশু কিনিল কামিনী,
ভালবেসে লইল হৃদয়ে;
মৃত পুত্র যেন পুন পেয়ে পাগলিনী
লয়ে গেল আপন আলয়ে।

পীযূষ পূরিত স্তন দিল তার মুখে,
মৃগশিশু মহানন্দে খায়,

কোলে করি যেন নারী পাশরিল দুখে,
দু কপোলে চুম্বিল তাহায়!

কড়ি গাঁথি গলে তার পরাইল হার,
কচি তৃণ যোগায় আদরে;
তারে "বাবা!" বলে ডাকে—সদা সঙ্গে তার
কথা কহে প্রফুল্ল অন্তরে।

মৃগশিশু পায় পায় ঘুরিয়া বেড়ায়,
ঝম ঝম রবে সদা ছুটে,
জানুতে চরণ দিয়ে কভু বা দাঁড়ায়
স্তনপান করে কোলে উঠে।

ছয় মাস গত ক্রমে যৌবন উদয়
হলো মৃগ দ্বিগুণ সুন্দর,
কিবা চক্ষু কিবা গতি, সব মনোহর,
শৃঙ্গ রেখা মস্তক উপর।

বাড়ীর বাহিরে যায়—বালকেরা তাড়ে,
খানা খন্দ লাফায়ে পালায়;
প্রাচীর লঙ্ঘিয়ে মৃগ মাতৃগৃহ পাড়ে
তিন লাফে আসিয়া দাঁড়ায়!

এক দিন দিবা শেষে আসে না হরিণ,
আয় আয় করিছে জননী;
সন্ধ্যা হলো ক্রমে মুখ হইল মলিন
নেত্র জলে ভাসিল রমণী!

জিজ্ঞাসে পথের লোক কেহ নাহি জানে,
আয় আয় কেবল বদনে।
বেড়ায় খুজিয়া তারে জঙ্গলে বাগানে
জল ধারা বহে দুনয়নে।

শেষে ঘরে ফিরে আসি কাঁদিছে বসিয়া
হেন কালে গুড় মুড় করি,
বেড়া ভাঙ্গি ছুটী জন্তু আসিল ছুটিয়া
দেখি বলে উঠিল সুন্দরী।

উঠে দেখে মৃগ বটে, পাইল পরাণ,
স্নেহ ভরে করে আলিঙ্গন।
আলিঙ্গনে বাহু যুগে জলের সমান,
কি লাগিল, ভিজিল বসন।

কোলে করি ঘরে লয়ে দেখে সর্ব্বনাশ,
রক্তধারা সর্ব্বাঙ্গে তাহার
সর্ব্বগাত্রে দংষ্ট্রাঘাত দেখে সুপ্রকাশ;
দর দর রুধিরের ধার!

দেখে সে কাঁদিল কত কে বর্ণিতে পারে,
মৃগ কোলে কাটায় রজনী।
সেই যে শুইল মৃগ উঠিবারে নারে,
কত সেবা করিল রমণী।

কচি ঘাস আনি মুখে ধরে স্নেহভরে,
আর মৃগ খায় না সে ঘাস,
দুগ্ধ আনি সযতনে মুখপানে ধরে
আর দুগ্ধে নাহি তার আশ।

উঠে না অবোধ পশু পড়ি পড়ি শ্বাসে
বিষে দেহ হইছে জর্জ্জর।
সর্ব্ব কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হয়ে কাছে বসে,
কাঁদে নারী ব্যাকুল অন্তর।

ক্রমে মৃগ হস্তপদ প্রসারিয়া পড়ে
উলটিয়া সুন্দর নয়ন ;
ক্রমে শ্বাস রুদ্ধ তার আর নাহি নড়ে
ক্রমে তার মিলাল জীবন।

হায় রে নারীর দশা কি হলো তখন,
বুঝিতে কি বাকি আছে আর ?
ফুরাল তাহার সুখ জনম মতন,
পাগল সে হলো এই বার।

কচি ঘাস কচি পাতা, লইয়া যতনে,
পথে পথে ডাকিয়া বেড়ায়।
ধূলা মাটী ফেলে মারে যত শিশুগণ,
'ক্ষেপী ক্ষেপী' বলিয়া ক্ষেপায়।

রুক্ষকেশ অনাহার শীর্ণ জীর্ণ দেহ,
আয় আয় মুখেতে কেবল।
কেহবা প্রহার করে, দয়া করি কেহ
গৃহে আনি দেয় অন্ন জল।

আয় আয় মৃগ তার আর যে আসে না,
আশা কিন্তু নিবৃত্তি না হয়।
কভু ঘাস তোলে কভু পাতিয়া বিছানা,
বলে শোবে সন্ধ্যার সময়।

নিশি জাগে একাকিনী, বলে সে আসিলে
স্তন পান্ করাব যতনে ;
কোলে করি ঘুমাইব তাহারে লইয়ে
বলে কত বকে নিজ মনে।

———

বিশ্বরাজ্যের বিশালতা।

আমাদিগের পাঠিকাগণ ভূগোল পাঠে জানিয়াছেন পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ এবং পরিধি ২৫০০০ মাইল। সুতরাং কালি করিলে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের ভূমি পরিমাণ ২০ কোটী বর্গ মাইল হইবে। আমরা ২০ মাইল পথ সহজে মনে ধারণ করিতে পারি না, তা ২০ কোটী বর্গ মাইল স্থান যে কত বড়, তাহা কিরূপে কল্পনায় ধারণ করিব? আমরা যদি এতবড় স্থান মনে উপলব্ধি করিতে চাই, তাহাহইলে তাহার এক এক অংশ ধরিয়া বুঝিতে হইবে। যদি মধ্যবিধ আকারের একটী পাহাড়ের উপর আমরা দণ্ডায়মান হই, তাহা হইলে প্রত্যেক দিকে ৪০ মাইল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর করিতে পারি অর্থাৎ ইহাতে ৮০ মাইল ব্যাস ও ২৫০ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ভূমিখণ্ড চক্ষুর আয়ত্ত হইবে এবং এই ভূমি কালি করিলে ৪০০০ বর্গ মাইল হইবে। ৪০০০ বর্গ মাইল ভূমি পর্ব্বত, ক্ষেত্র, নগর, গ্রাম নদী হ্রদের সহিত দর্শন করা একটী সামান্য ব্যাপার নহে, ইহা সহসা কল্পনা-গোচর করিতেও পারা যায় না। কিন্তু এরূপ দৃশ্য যত বৃহৎ হউক না কেন, তাহা সমুদায় পৃথিবীর দৃশ্যের ৪০ সহস্র অংশের একাংশ মাত্র। সুতরাং পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপ দৃশ্য দেখা গেল, সেরূপ ৪০,০০০ দৃশ্য নয়নগোচর না করিলে আর পৃথিবীর বিশালত্ব অনুভূত হইবে না। মনে কর এইরূপ এক একটী দৃশ্য নয়নের সম্মুখ দিয়া প্রতি ঘণ্টায় চলিয়া যাইতেছে এবং প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা দর্শনার্থ ক্ষেপণ করিতেছি, তাহাহইলেও ৯ বৎসর ৪৮ দিনের কম এইরূপ ক্ষিপ্রদৃষ্টিতেও পৃথিবীর সমুদায় অংশ দর্শন করা যায় না।

যাহা বলা হইল তাহা কেবল পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সম্বন্ধে। কিন্তু পৃথিবী একটী ঘন গোলক এবং ইহার ঘনত্বের কালি করিলে ২,৫৯,৩৩,২৮,০৫,৩৫০ ঘন মাইল হইবে। এই পরিমাণ ভূমির সহিত পৃথিবীর উচ্চ পর্ব্বত সকলের তুলনা করিলে একটী কৃত্রিম বৃহৎ গোলকের উপর কয়েকটী সর্ষপ মাত্র বলিয়া বোধ হইবে। পৃথিবী যদি একটী শূন্যগর্ভ গোলক হইত এবং তাহার আবরণ যদি ১০ মাইল ঘন হইত, তাহাহইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যত মহাদ্বীপ, দ্বীপ, সমুদ্র প্রভৃতি দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহার সমষ্টির ১৩৩ টা ইহার গর্ভ

মধ্যে স্থান পাইত। কিন্তু পৃথিবী সম্পূর্ণ নিরাট না হইলেও ইহার বহিরাবরণ ২০০। ৩০০ মাইল পুরু। অতএব যে পৃথিবীর উপর আমরা পদক্ষেপ করি, তাহার মধ্যে কত অপরিমেয় পদার্থ আছে এবং যে পরম পুরুষের আজ্ঞাতে শূন্য হইতে এই পৃথিবী উৎপন্ন হইল, যিনি তাঁহার গণ্ডুষে সমুদ্রকে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি পর্ব্বত সকলকে তুলাদণ্ডে পরিমাণ করেন এবং শূন্যের উপরে পৃথিবীকে লম্বমান করিয়াছেন, কত অসীম তাঁহার শক্তি!

কিন্তু আকাশে যত জড়পিণ্ড আছে তাহার সহিত তুলনায় এ পৃথিবী কি? এক সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী একটী ক্ষুদ্র বর্ত্তুল মাত্র। গ্রহগণের মধ্যে একটী গ্রহ আছে, তাহার আকার পৃথিবীর আকারের ৯০০ গুণ, তাহার চারিদিকে একটী অঙ্গুরীয় আছে তাহা পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। আর একটী গ্রহ আছে ১৫০০ পৃথিবী একত্র করিলে তাহার তুল্য হইতে পারে। সূর্য্য ও ধূমকেতু সকল ছাড়িয়া দিলেও সৌরজগতে এত পরিমাণ পদার্থ আছে যে পৃথিবীর ২৫০০ গুণ হইতে পারে। সূর্য্য একা সকল গ্রহমণ্ডলীর সমষ্টির ৫২০ গুণ বৃহৎ এবং পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বৃহৎ। এক একটী নক্ষত্র যদি একটী সূর্য্য হয়, তাহাহইলে আকাশে কত সৌর জগৎ রহিয়াছে এবং তাহাদের সমষ্টি যে কত বৃহৎ তাহা চিন্তা করিতে কাহার কল্পনা ও বুদ্ধি অবসন্ন না হয়?

ফিজী-জাতির ভয়ানক প্রথা।

ফিজী দ্বীপবাসীদিগের অদ্ভুত দেশাচার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে কিছু ২ লিখিত হইয়াছে। তত্রত্য লোকে জীবন্ত বৃদ্ধ পিতামাতাকে বাদ্য বাজনা করিয়া সমারোহে গ্রাম প্রদক্ষিণ করায় এবং পরে তাহাদিগকে মৃত্তিকাতে পুতিয়া মারিয়া ফেলে। আমাদিগের দেশে যেমন সন্তান মুখাগ্নি করিলে পিতামাতার সৌভাগ্য, বলিয়া গণ্য হয়, ফিজিদিগের সন্তানেরা পিতামাতাকে এইরূপে পুতিতে পারিলে তাহাদিগের সৌভাগ্যের সীমা নাই। যে পিতা মাতা সন্তান কর্ত্তৃক এইরূপে সমাহিত হন না, তাঁহারা আপনাদিগকে নিতান্ত অভাগ্য ও পাপিষ্ঠ মনে করেন। ফিজীদিগের মধ্যে সহমরণ প্রথাও প্রচলিত আছে।

স্বামী মরিলে যখন তাহার কবর হয়, তৎসঙ্গে তাহার স্ত্রীদিগকেও জীবন্ত প্রোথিত করা হয়। এ দেশের পূর্ব্বকালীন সতীদিগের ন্যায় ফিজী সতীরাও অনেক-স্থলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ আত্মজীবন সমর্পণ করিয়া থাকেন। মরিতে না পাইলে তাঁহাদিগের বিষম দুঃখ। ছইপী নামক একজন ইউরোপীয় এক সমাধিক্ষেত্রে একটী জীবন্ত স্ত্রীলোককে এইরূপে সমাহিত হইতে দেখিয়া দয়াপরবশ চিত্তে তাহাকে খুঁড়িয়া তুলিলেন এবং আপনার গৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে বাঁচাইলেন। কিন্তু পুনর্জীবিত স্ত্রীলোকটী ইহাতে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, জীবনদাতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা প্রকাশ ও তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিল এবং যতদিন জীবিত ছিল, তাঁহাকে চক্ষুশূল মনে করিত। স্ত্রীলোকটীর এরূপ আচরণ বিস্ময়জনক নহে। আমাদিগের দেশের রমণীগণের যেমন বিশ্বাস ছিল, স্বামীর সহগমন করিতে পারিলে সাড়ে তিন কোটি বৎসর তাঁহার সহিত স্বর্গভোগ করা যায়, ফিজী রমণীদিগেরও সংস্কার এই যে নারী মৃতপতির অনুমৃতা হয় সে স্বর্গরাজ্যে গমন করে এবং যে যত পতি-ভক্তির সহিত আত্মজীবন বিসর্জন করিতে পারে, সে পরলোকে স্বামীর তত প্রেয়সী হয়। কিন্তু এ দেশের ন্যায় তথাও সহমরণ সর্ব্বস্থলে স্বেচ্ছাকৃত নহে। কোন নারী মৃতপতির সহিত জীবন্ত সমাহিত হইতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব গণ তাহার উপর বলপ্রয়োগ করে। তাহারা স্বার্থ প্রবৃত্তির অনুরোধে এরূপ পাপ কার্য্য করে সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকটী মরিলে আত্মীয় কুটুম্বদিগের আপদ দূর হয়, এবং তাহারা নির্ব্বিঘ্নে তাহার স্বামীর বিত্তসম্পত্তি গ্রাস করে। এই জন্য যে স্ত্রীলোক সহমরণে একটু কালবিলম্ব করিতে চায়, তাহাকে 'অসতী' বলিয়া কুৎসা রটনা করিতে ত্রুটি করে না। হায়! এইরূপে দুর্বৃত্ত জ্ঞাতি কুটুম্বগণ ভারতের কত অবলা কুলবালার প্রাণনাশ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? কিছুদিন হইল কার্জিল নামক এক সাহেব উলিবন নামক ফিজীদিগের এক রাজার সমাধি ক্রিয়া দেখিতে যান। পাঁচটী রাজপত্নী এবং একটী রাজকন্যা সহমৃতা হইবেন স্থিরীকৃত হয়। প্রধানা মহিষীর সমবেত আত্মীয় স্বজনের সহিত বিদায় গ্রহণে কিছু কালবিলম্ব হয়, ইহাতে নব রাজপদাভিষিক্ত টানোয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে থাকেন। রাজমহিষী তাঁহার আপনার পিতৃব্যা, তিনি

স্বয়ং তাঁহার গলায় রজ্জু বাঁধিয়া টানিয়া বধ করেন। এই রাজা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জননীর প্রতিও এইরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন!

ফিজীদিগের মধ্যে কেহ অন্ধ, খঞ্জ বা বিকলাঙ্গ হইলে তাহার প্রাণ বধার্থ বন্ধুদিগকে অনুরোধ করে। পরিবারের মধ্যে সন্তানাদি কুৎসিত বা অঙ্গহীন হইলে পিতামাতাও তাহাদিগকে দেখিতে পারে না এবং বধ করিয়া থাকে। একটী ফিজী বালকের পা হাঙ্গরে কাটিয়া লইয়া যায়, একজন ইউরোপীয় তাহাকে আপনার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রায় আরোগ্য করেন। কিন্তু তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ আসিয়া তাহার গলায় ফাঁসী দিয়া মারিয়া ফেলে। বধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে হত্যাকারীরা বলে, তাহার এক পা গিয়াছে, সে বাঁচিলে পরিবারের কলঙ্ক হইত। ফিজীদিগের মধ্যে কেহ পুরুষ, স্ত্রীলোক বা বালক হউক, অধিক কাল স্থায়ী পীড়াক্রান্ত হইলে আত্মীয় বন্ধুগণ ঘাড় মোচড়াইয়া বা ফাঁসী দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। ইহাদিগের মধ্যে নরবলি সচরাচর দেখা যায়। অনেক সময় যুদ্ধে পরাজয় বা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিজাতীয় লোকদিগকে আনিয়া ইহারা বলি দেয়, সেরূপ সুযোগ না হইলে ইহারা অর্থাদি দ্বারা মানুষ কিনিয়া আনিয়াও বলিদান করিয়া থাকে।

জ্ঞান অভাবে মানুষ পশুর ন্যায় হইয়া কি নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকে! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, ভারতবর্ষ সভ্য রাজার শাসনাধীন হইয়া এই সকল পাপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছে। এখন আমরা যে সকল কার্য্যকে পিশাচের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করি, এদেশে পূর্ব্বে অম্লানবদনে তাহার অনুষ্ঠান হইত। আমরা কি আশা করিতে পারি না, ফিজীদিগের মধ্যেও জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচারিত হইয়া তাহাদিগের ভয়ঙ্কর দেশাচার সকল তিরোহিত হইবে!

যৌবন ও বার্দ্ধক্য।

পথিকের তখন কি আনন্দিত মন,
তরুণ অরুণ যবে প্রকাশে গগন;

তখন যদিও দেখে কুহেলিকাচয়,
ঢাকিয়াছে মাঠ ঘাট দিক্ সমুদয়,
তবু হাসি হাসি মুখ প্রফুল্ল অন্তর,
কিছুতে না করে ডর চলে খরতর ;
যে সব বন্ধুর স্থান ভীম দরশন,
তাহাও অনাসে যায় করিয়া লঙ্ঘন।
কিছুতে না করে ডর অটল অন্তর,
হেলায় লঙ্ঘিয়ে যায় দুর্লঙ্ঘ শিখর।
মনে করে কুয়াশায় আছে আচ্ছাদিত,
কত নব নব বস্তু শোভা বিভূষিত।
কিন্তু যবে অস্তাচলে যায় দিনমণি,
ক্রমে তমো রাশি আসি আবরে ধরণী।
তখন তাহার আর কোথা সে উদ্যম ;
কোথায় বা থাকে পূর্ব্বমত পরাক্রম !
আর নাহি করে বেগে চরণ চালন,
মন্দ মন্দ চলে যেন অন্ধের মতন।
তখন যদিও পথ না হয় দুর্গম,
তবু সে ভয়েতে ভাবে হইবে বিষম,
শঙ্কাকুল চিতে যায় সন্দিহান মন,
কি জানি সম্মুখে আছে গুহা কি কানন;
মনে করে তমোগর্ভে আছে সংগোপনে,
কত না বিপদ তার নাশের কারণে।
উষার ভ্রামক সম যত যুবজন,
মনের উল্লাসে করে সংসারে ভ্রমণ।
সুখসিন্ধু উথলিত দেখে সর্ব্বস্থানে,
জ্ঞানীগণ উপদেশ কিছুতে না মানে।
খরতর ফেলে পদ, দর্পভরে চলে,
না বুঝি আপন শক্তি কত কথা বলে।

কিন্তু বার্দ্ধক্যেতে তার অনুভূত হয়
সন্ধ্যার ভ্রমণ কষ্ট বিপদ নিচয়।

পোর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের-পথ আবিষ্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে মহানন্দে পোর্ত্তুগীজেরা সঙ্কটস্থল উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বে সে স্থলকে যেরূপ ভয়ানক শুনিয়াছিলেন, তাহার কিছুই দেখিলেন না—দেখিলেন তীরভূমি পর্ব্বতময় বটে, কিন্তু তাহা বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ এবং তথায় অসংখ্য গো মহিষাদি চরিতেছে। এই স্থানে নামিবার সুযোগ না থাকাতে গামা মহান্ ভারতসাগর দক্ষিণে রাখিয়া কূল বাহিয়া চলিতে লাগিলেন এবং সান্ ব্লাস নামক উপাসাগরে উত্তীর্ণ হইলেন। সেস্থানে পানীয় জল এবং খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্য তীরে কতকগুলি তরণী পাঠাইলেন। সেগুলি তীরে উত্তীর্ণ হইলে পোর্ত্তুগীজেরা অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর প্রায় ৯০ জন লোক দেখিতে পাইলেন; ইহাদিগের আকার সেণ্ট হেলেনা বাসীদিগের ন্যায়। ইহাদিগকে দেখিয়া পোর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ আপন লোক-দিগকে সশস্ত্রে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে কহিলেন এবং কাফ্রি-দিগের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা এবং নানাবিধ খেলনা ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা বিশ্বস্ত হইয়া পোর্ত্তুগীজদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগের দ্রব্যজাতের সহিত গবাদি পরিবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইল। তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপ বাণিজ্য চলিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক হইত। সেই দেশবাসীরা বংশনির্ম্মিত এক প্রকার বেণুবাদন করিত এবং উভয় পক্ষেই তৎসঙ্গে নৃত্য করিতেন। কিন্তু অবশেষে নানাবিধ আশ-ঙ্কার কারণ উপস্থিত হইতে লাগিল;—অধিবাসীরা দলে দলে আসিয়া জুটিল, অনেকে লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া শত্রুতার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এবং তাহারা পোর্ত্তুগীজদিগের গতিবিধি বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। পোর্ত্তুগীজদিগের প্রতি তাহাদিগের ব্যবহারও পূর্ব্বের

ন্যায় রহিল না। গামা এই সকল কুলক্ষণ দেখিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য শূন্যে গুলি নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন, এবং তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিয়া আপনি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

অল্পদিন পরেই নাবিকদিগকে সেই অজ্ঞাত মহাসাগরের প্রান্তে ঝটিকাপাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। এইরূপ ঝটিকা সেই প্রদেশে প্রায়ই ঘটে, কিন্তু তাঁহারা সেইরূপ ঝটিকা এই প্রথম সহ্য করিলেন। ঝটিকা অত্যন্ত প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর, তাহাদের পক্ষে নূতন বলিয়া অধিকতর প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। নাবিকগণ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। জাহাজ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ঝটিকাতে তাঁহাদের কোন অনিষ্ট ঘটিল না; এবং ঝটিকার কিঞ্চিৎ শাম্য হইলে উভয় জাহাজ একত্র হইয়া চলিতে লাগিল।

পোর্ট নেটাল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটী নদীমুখে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার উৎকৃষ্ট শোভা দেখিয়া জাহাজ নঙ্গর করিলেন। তীরে উঠিলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিল। ইহাদের পরিধান উৎকৃষ্ট পশুচর্ম্ম; এবং ইহাদিগকে অন্যান্য স্থানে অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুসভ্য বোধ হইয়াছিল। মার্টিন্ আলঞ্জো নামক এক ব্যক্তি ইহাদিগের নিকট সঙ্কেতে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারা ইহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাদিগের গ্রামে লইয়া যাইতে চাহিল এবং ইনিও নির্ভয়ে তাহাদের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ইহাদিগের কুটীর সমুদায় তৃণাচ্ছাদিত এবং সুকৌশলে রচিত না হইলেও পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। আলঞ্জো এই গ্রামে এক রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। পরদিন যখন জাহাজে ফিরিয়া আইসেন, তখন প্রায় দুই শত অধিবাসী তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল। অতঃপর একদিন তত্রত্য দলপতি স্বজন সমভিব্যাহারে জাহাজ দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং গামা পরম সম্প্রীতে এই স্থানে পাঁচ দিবস যাপন করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। তিনি এইস্থলে এত সুখানুভব করিয়াছিলেন যে গমনকালে সেই নদীর নাম " শান্তি নদী " রাখিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা আর একটী নদীমুখে উপনীত হইয়া দেখিলেন

তথাকার অধিবাসীরা অনেকেই পট্টবস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের কেহ কেহ জাহাজস্থ দ্বৈভাষিকের * আরবী কথা কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছিল এবং গামা ইহাদিগের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে আরও পূর্ব্বদিকে এক দেশ আছে তথাকার অধিবাসীরা গৌরবর্ণ এবং তাহারা পৌর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় এক প্রকার জাহাজে চড়িয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে। বহুকালের পর এইরূপ কোন সুসভ্য জনপদের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন ভাবিয়া গামার অন্তঃকরণে মহানন্দ উপস্থিত হইল। কিন্তু হায়! মনুষ্যের ভাগ্যে বিমল আনন্দ ভোগ সুকঠিন; এই স্থানে জাহাজস্থ ব্যক্তি বর্গের মধ্যে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব উৎকট রোগ সমুপস্থিত হইল। এই রোগের লক্ষণ অতি ভয়ানক, সর্ব্বশরীরে পচা ঘা জন্মিল, মুখে অতিরিক্ত মাংস আসিয়া জমিল, হস্ত পদাদি অচল হইয়া গেল এবং সমস্ত শরীর সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। "স্কর্বি" নামে যে উৎকট রোগ এক্ষণে নাবিকদিগের সুপরিচিত, এই সময়েই তাহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগাক্রান্ত হইয়া কতকগুলি লোক মানবলীলা সম্বরণ করিল, অপরে বিশুদ্ধ জল এবং টাটকা মাংসাদি খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিয়া কিছুদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিল। (ক্রমশঃ)

অধ্যবসায়।

যে কার্য্য অবলম্বন করা যায়, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রম করাকে অধ্যবসায় বলে। এই অধ্যবসায় প্রকৃত উন্নতির মূল। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ব্যক্তির জীবন দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে তাঁহাদিগের সে উন্নতির মূলে অধ্যবসায় আছে। ইংলণ্ড এত উন্নত কেন? ফ্রান্সের এ শ্রীর কারণ কি? জর্ম্মণি বিগত ফ্রাঙ্ক জর্ম্মণ যুদ্ধে কেন জয়ী হইয়াছিলেন? যদি যথার্থ চিন্তাশীল হও অবশ্যই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে হইবে এ সকলের প্রকৃত কারণ অধ্যবসায়।

* বিভিন্ন ভাষী দুই ব্যক্তির মধ্যস্থ হইয়া যে পরস্পরকে পরস্পরের কথা বুঝাইয়া দেয় তাহাকে দ্বৈভাষিক বলে।

অধ্যবসায় না থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। বর্ত্তমান ভারতে অধ্যবসায় নাই, একতা নাই, সুতরাং বর্ত্তমান ভারত উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহন করিয়া প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। পূর্ব্বতন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে অধ্যবসায় ছিল। সুতরাং উন্নতিরও পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছে। নিউটন, পাণিনি, ব্যাস, বাল্মীকি, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির যথার্থ অধ্যবসায় ছিল, সেইজন্যই তাঁহাদিগের মানসিক শক্তি এত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। যাহার যে পরিমাণে অধ্যবসায় তাঁহার সেই পরিমাণে উন্নতি। অধ্যবসায়শূন্য ব্যক্তি যে কর্ম্ম পাঁচ বৎসরেও সম্পন্ন করিতে পারেন না, অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি সেই কর্ম্ম অনায়াসে পাঁচ মাসে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন। ডাক্তার হার্ব্বি যদি অধ্যবসায়ী না হইতেন, তাহাহইলে তিনি শরীরের প্রতি শিরায় অহরহঃ যে রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে তাহা কখনই আবিষ্কৃত করিতে সক্ষম হইতেন না। মাধ্যাকর্ষণ প্রকাশের মূল অধ্যবসায়। চন্দ্রের তুলামান আবিষ্করণের প্রকৃত কারণ অধ্যবসায়। শিল্পজাত অবলোকন কর দেখিতে পাইবে অধ্যবসায়ই ইহার মনোহারিতার মুখ্য কারণ। ঘটিকা যন্ত্র, তাড়িতবার্ত্তা, লৌহবর্ত্ম, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি সমস্ত শিল্পচাতুরী অধ্যবসায় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। যে পোর্শিলেন বাসনের (চিনের বাসন) সুখ্যাতি সমুদায় ইউরোপ খণ্ডে, আমেরিকার অধিকাংশ ভূভাগে, এবং সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, যাহা দেখিলে লোকের মনে কখনই মাটীর বলিয়া বিশ্বাস হয় না, যাহার চাক্‌চিক্য, যাহার সৌন্দর্য্য, কাংস ও রৌপ্য পাত্রের অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল, অধ্যবসায় না থাকিলে কখনই সে পাত্র উদ্ভাবিত হইতে পারিত না। আজি পাঠিকাগণকে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করিতেছি।

পূর্ব্বে পোর্শিলেনের বাসন মূল্যে স্বর্ণের সমতুল্য ছিল—এমন কি একটা পোর্শিলেনের বাটী ক্রয় করিতে হইলে ন্যূনাধিক চল্লিশ টাকা লাগিত। একদা বর্ণার্ড পানিশি নামক একজন ফরাসী একখানি পোর্শিলেনের ভাঙ্গা রেকাব দেখিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন, যে তৎক্ষণাৎ তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমি যেরূপে পারি, শরীর বিসর্জন করিতে হইলে তাহা করিয়াও ইহার উদ্ভাবন করিব। বর্ণার্ড পানিশি

একজন সামান্য কাচব্যবসায়ীর পুত্র। ইঁহার জন্ম অনুমান ১৫১০ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল। ইঁহার অবস্থা অতি সামান্য ছিল,—এমন কি অনেক দিন অর্থের অভাবে স্ত্রী পুত্রের পর্য্যাপ্ত আহার পর্য্যন্তও হইত না। কিন্তু ইঁহার অধ্যবসায় এত প্রগাঢ় ছিল যে ইঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে। ইনি যে দিবস হইতে পোর্শিলেন প্রস্তুত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, সেই দিবস হইতে দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিন বৎসর কাল নিরবচ্ছিন্ন পোর্শিলেন প্রস্তুতীকরণ বিষয়ে তাঁহার মন একবারে নিমগ্ন ছিল। সর্ব্বদাই ভাবিতেন এই রঙ্ দিলে পোর্শিলেনের প্রকৃত রঙ হইবে, বাসনগুলিকে বোধ হয় এইরূপ করিয়া পোড়াইলে এইরূপ রঙ্ হইবে, এই মাটীতে বাসন গড়া আবশ্যক, ও মাটীতে গড়িলে রঙ্ ফুটিবে না, এইরূপ চিন্তাতেই তিনি অহরহ নিমগ্ন থাকিতেন। বাটীর বহির্ভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুন্দুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই মাটীর বাসন ক্রয় করিয়া আনিতেন। নানা প্রকার রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া তুন্দুরে পোড়াইতেন। পুড়িয়া গেলে বাহির করিয়া দেখিতেন পোর্শিলেন প্রস্তুত হয় নাই। অমনি সমুদায় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। আবার বাসন ক্রয় করিয়া আনিতেন, আবার রঙ মাখাইতেন, আবার তুন্দুরে পোড়াইতেন, আবার তুন্দুর হইতে পুড়িয়া গেলে বাহির করিয়া দেখিতেন পোর্শিলেন হয় নাই, আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তেইশ বৎসর কাল একাগ্রচিত্তে সুদৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া অতি মনোহর পোর্শিলেন বাসন নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অনেক দিবস কার্য্যের অনুরোধে অনাহারে উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল। অনেক সময়ে তাঁহাকে স্ত্রীর বাক্য যন্ত্রণা, বালকগণের উদর জ্বালা-সুলভ উচ্চ ক্রন্দন, প্রতিবাসীগণের হৃদয়বিদারক পরিহাস যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। অনেক সময়ে কাষ্ঠের অভাবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, খাট, টেবল, চালের খড়, বাঁকারি, খুঁটী এবং অন্যান্য গৃহ সামগ্রী পোর্শিলেন পোড়াইবার জন্য পোড়াইতেন। তিনি শেষাবস্থায় সমুদায় কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল কিরূপে পোর্শিলেন প্রস্তুত করিব এই ভাবনাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন—কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এক দিবস বর্ণার্ড তুন্দুরে জ্বাল দিতেছেন,

তখন তিন দিবস জ্বাল হইয়া গিয়াছে। প্রায় জ্বাল শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে তাঁহার পরিবার আসিয়া অতি তীব্রস্বরে গগন ভেদ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। বলিল "তুমি কি একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইয়াছ। মনে করিয়াছিলাম তোমাকে আর বলিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই তুমি কর। কিন্তু না বলিলে আর চলিল না। সেজন্যই বলিতেছি আজ তিন দিবসের অধিক এক স্থানে বসিয়া পাগলের মত কেবল তুন্দুরে জ্বাল দিতেছ। তুমি কি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়াছ? খাট পোড়াইয়াছ, টেবল চৌকীআর যাহা পাইয়াছ পোড়াইয়াছ, ঘরের চাল এবং অন্যান্য সামগ্রী পোড়াইয়াছ, তবু কি তোমার আশা মিটে নাই? আজ তিন দিন কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই তোমার জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। ছেলেরা 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া সর্ব্বদা কাঁদিতেছে। তুমি কি বধির হইয়াছ? তাহাদিগের প্রাণ যে জঠর জ্বালায় কণ্ঠাগত হইয়াছে। তুমি না তাহাদিগের পিতা? পিতা হইয়া পুত্রহত্যা করে এরূপ কেহ কখন দেখেও নাই, শোনেও নাই! তুমি পুত্রহন্তা, তুমি স্ত্রীঘাতক, তুমি ঘোর পাপিষ্ঠ নরাধম। আমার অনেক অধর্ম্ম ছিল সেইজন্য তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলাম। এখন বলিতেছি এসব পরিত্যাগ কর। পুনর্ব্বার কাচের ব্যবসা কর, কেন 'পোর্শলেন, পোর্শলেন' করিয়া সমুদায় নষ্ট করিতেছ? এখন বলিতেছি উঠ, আবার বলিতেছি উঠ; যদি না উঠ তাহা হইলে আমি এইক্ষণে তোমার সমুদয় জল দিয়া নিবাইয়া দিব।" বিবী বর্ণাড এই প্রকার বাক্যবাণ ক্রমাগত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বর্ণার্ড নিস্তব্ধ ভাবে অন্যমনে পোর্শলেনে জ্বাল দিতে লাগিলেন, তাঁহার পরিবারের একটী কথাতেও উত্তর দিলেন না। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া জল আনি বলিয়া তথা হইতে বেগে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বর্ণার্ড অবিচলিত চিত্তে জ্বাল দিতে লাগিলেন। দুই একবার কেবল মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্ত্রী জল লইয়া আসিতেছেন কি না। এই সময়ে তিনি তুন্দুর হইতে এক খানি বাসন পরীক্ষা জন্য বাহির করিয়া দেখিলেন পোর্শলেন হইয়াছে! তিনি যেরূপ পোর্শলেন প্রথমে দেখিয়াছিলেন ইহা তদপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম হইয়াছে, দেখিয়া আহ্লাদে

গদগদ হইলেন, আহ্লাদ আর ধরে না। আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আজ তেইশ বৎসরের পর আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইল—আজ আমার জীবন সার্থক।" অবশেষে তিনি অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া সমুদায় বাসন বাহির করিলেন, দেখিলেন অতি উত্তম কাচের বাসন হইয়াছে। আহ্লাদে ও আনন্দে মহা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বলিতে লাগিলেন "আমি ধন্য আমার জীবন সার্থক। ঈশ্বর তোমাকে শত শত ধন্যবাদ।" এক্ষণে দেখ দেখি যদি তিনি অধ্যবসায় পরতন্ত্র না হইতেন, তাহা হইলে কি এই পোর্শলেন প্রস্তুত হইত! কখনই না। অতঃপর তিনি এই পোর্শলেনের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার এ ধনোপার্জ্জনের গুহ্য কারণ অধ্যবসায়। হে পাঠিকাগণ যদি তোমাদিগের প্রকৃত উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি প্রকৃত মঙ্গলের মুখ অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে, অধ্যবসায় পরতন্ত্রা হও—যে কার্য্য অবলম্বন করিবে তাহাই সুসিদ্ধ হইবে, ঈশ্বরের কীর্ত্তিপতাকা চারিদিকে উড্ডীন করিয়া পৃথিবীর মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবে, জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন হইবে।

কীটদিগের চক্ষুর আশ্চর্য্য গঠন।

জীবশ্রেণীর যত নিম্নদেশে গমন করা যায়, ততই তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। মনুষ্যের হস্ত পদ চারি খানি মাত্র, কিন্তু শতপদ সহস্রপদ কত কীট বিদ্যমান রহিয়াছে। কীটদিগের হস্ত পদের ন্যায় তাহাদিগের চক্ষুও অগণ্য! ইহাদিগের চক্ষু নিশ্চল অর্থাৎ আমাদিগের ন্যায় সকলদিকে চালিত হয় না, কিন্তু সংখ্যায় অধিক ও শরীরের নানাদিকে স্থাপিত হওয়াতে ইহাদিগের দর্শনের অভাব হয় না। যাহাদিগের চক্ষু অল্প সংখ্যক, তাহাদিগের এক এক চক্ষুর মধ্যে শত সহস্র চক্ষু নির্ম্মিত হইয়াছে। মাকড়সার ৮টী চক্ষু, সে গুলি নিশ্চল হইয়াও এক এক ভিন্ন দিক দর্শন করিয়া থাকে। মক্ষিকার মাথার দুইদিকে দুইটী দর্শনেন্দ্রিয় আছে, প্রত্যেক দর্শনেন্দ্রিয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জাল বুননের মত গঠন দেখা

যায়। এ বুনন আর কিছু নহে, অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চক্ষু সকল শ্রেণীবদ্ধ সজ্জিত হইয়া এইরূপ দেখাইতেছে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অৰ্দ্ধ চন্দ্রের মধ্যস্থলে এক এক খানি গোল স্বচ্ছ কাঁচ আছে, তাহা দর্শন স্নায়ুর এক একটী বিশেষ শাখার সহিত সংযুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক কাচ খণ্ড এক একটী চক্ষুর কার্য্য করিয়া থাকে। লিওয়েনহোক নামক এক জন বিজ্ঞানবিৎ একটী প্রজাপতির দুই চক্ষে ৮২৩৬, একটী ঝিঁ ঝিঁ পোকার প্রত্যেক চক্ষে ৩১৮০ এবং সামান্য মক্ষিকার চক্ষুর্দ্বয়ে ৮০০০ খণ্ড কাচ গণনা করিয়াছেন। হুক সাহেব গণনা করিয়া দেখেন একটী রাণী মক্ষিকার চক্ষুর্দ্বয়ে ১৪০০০ এবং একটী ডাঁসের এক চক্ষে ১৩৫০০০ কাচখণ্ড রহিয়াছে। ডাঁসের দুই চক্ষে ২৭০০০ খণ্ড কাচ স্থাপিত আছে, ইহার প্রত্যেক খণ্ডে দৃষ্টিগোচর বস্তুর এক একটী প্রতিবিম্ব পড়ে। সুতরাং ডাঁস কোন বস্তু দেখিলে তাহার ২৭০০০ প্রতিবিম্ব তাহার চক্ষে পড়িয়া থাকে, অথচ সে একটী বস্তু দেখিয়া থাকে, ইহার মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম কৌশল কে বুঝিবে? লিওয়েনহোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ধারে একটী মক্ষিকার চক্ষু রাখেন এবং মক্ষিকার চক্ষুর ভিতর দিয়া অণুবীক্ষণের কাচ ভেদ করিয়া ৮৫০ ফিট দূরবর্ত্তী ও ২৯৯ ফিট উচ্চ একটী মন্দিরের চূড়া নিরীক্ষণ করেন। তিনি মক্ষিকার চক্ষুর প্রত্যেক কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া মন্দিরের চূড়ার উল্টা প্রতিকৃতি ক্ষুদ্রাকারে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত দেখিতে পান। তৎপরে তিনি নিকটবর্ত্তী একটী গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ইহাতে প্রত্যেক কাচের মধ্য দিয়া কেবল গৃহের সম্মুখ ভাগ ও দ্বার জানালা দেখিতে পাইলেন তাহা নহে, কিন্তু দ্বার জানালা রুদ্ধ বা উদ্‌ঘাটিত, তাহাও দেখিতে পাইলেন। মক্ষিকার চক্ষুর ন্যায় ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে যিনি এত শিল্প চাতুরী প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের মহিমা চিন্তা করিয়া কে না অবাক্ হইয়া থাকিবে?

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী সালিসবরির সহধর্ম্মিণী এবং ১১ টী অন্য স্ত্রীলোককে ক্রাউন অব ইণ্ডিয়ার উপাধি চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন।

২। মুঙ্গেরের কুমারী টর্গার অন্ধ ব্যক্তিদিগের জন্য কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বিধি প্রচার করিয়াছেনঃ—

(১) মহিলাগণের তত্ত্বাবধানে ভিন্ন স্থানে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

(২) সেনেট সভা যেরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবেন, সেই সার্টিফিকেটে সেনেট সভার সভ্য কিম্বা কোন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষর করাইয়া উহা অর্পণ না করিলে পরীক্ষা প্রদান করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(৩) সমুদায় পরীক্ষায় বালকগণ ফি স্বরূপ যাহা প্রদান করিবে, স্ত্রীলোকদিগকে তাহাই দিতে হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

(১) প্রবেশিকা পরীক্ষা যুবকদিগের সহিত একরূপ হইবে।

ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা।

(১) কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করিয়াও মহিলাগণ এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দুই বৎসর পরে এই পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তাহা না হইলে কাহাকেও ইহাতে প্রবেশানুমতি দেওয়া হইবে না।

(২) পরীক্ষার্থিনীগণ বিশ্ব বিদ্যালয় কর্ত্তৃক ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষার যে সকল পুস্তকাদি নির্ব্বাচিত হইবে, সেই সমুদায় গ্রহণ করিতে পারিবেন, কেবল ফরাশি, জর্ম্মণ, ইটালীয় কিম্বা কোন দেশীয় ভাষার মধ্যে কোন ভাষা দ্বিতীয় সাহিত্যের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন।

(৩) দ্বিতীয় অঙ্কপত্রের মধ্যে যে সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা উদ্ভিদ বিদ্যারও পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

বি, এ, পরীক্ষা।

(১) কোন বিদ্যালয়ে কিম্বা কলেজে অধ্যয়ন না করিয়াও স্ত্রীলোকগণ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন ফাষ্ট আর্ট উত্তীর্ণ হইবার দুই বৎসর পরে এই পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে

(২) বি, এ, পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যাহা স্থির করিয়া দিবেন, তাহাই স্ত্রীলোকগণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। কেবল দ্বিতীয় সাহিত্যের জন্য ফরাশি, জর্ম্মণ, ইটালীয় কিম্বা কোন দেশীয় ভাষা হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন।

(৩) মহিলাগণ অঙ্কের পরিবর্ত্তে পোলিটিকাল ইকনমি বিষয়েও পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

৪। আমেষ্টার্ডামস্থ কুমারী এলেটা

জাকবস নাম্নী একটী রমণী তথায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে পারদর্শিনী বলিয়া তাঁহাকে "ডাক্তার অব মেডিসিন" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। হলণ্ড দেশের স্ত্রীলোককে এরূপ উপাধি এই প্রথম প্রদত্ত হইল।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের স্তব।

নমো ভব পতি   অগতির গতি
প্রণতি করি চরণে,
আমি জ্ঞান হীনা   পাপেতে মগনা
করুণা বিতর দীনে।
ওহে বিশ্বাধার   মিনতি আমার
সুমতি প্রদান কর,
ধর্ম্ম কর্ম্মে মন   রহে সর্ব্বক্ষণ
দেহ মোরে এই বর।
হে ভববল্লভ   ভুবন দুর্লভ
নিবেদি পদ পল্লবে।
বিষয় বিনোদে   অনিত্য প্রমোদে
না ডুবি বিষাদার্ণবে॥
সৃষ্টি প্রকাশক   পালন কারক
স্থিতি লয় করিতেছ।
তুমি ইচ্ছাময়   যথা ইচ্ছা হয়
লীলা চয় প্রকাশিছ॥
জগত জনক   পাতকী তারক
অখিল নিখিল ধব।
অমর কিন্নর   আদি চরাচর
তব আজ্ঞাধর সব॥
তোমার আজ্ঞাতে   অরুণ প্রভাতে
কিরণে তিমির নাশে।

রবি সুধাকর নক্ষত্র নিকর
বিহরে বিমলাকাশে ॥
নীরদ মণ্ডল ভ্রমে নভ স্থল
বরিষে মঙ্গল বারি।
কভু ক্ষণ প্রভা প্রকটয় প্রভা
অপরূপা শোভা হোর ॥
কভু মহা শব্দে ত্রিভুবন স্তব্দে
অশনি পতন হয়।
কখন অনিল হইয়া প্রবল
পাদপাদি নিপাতয় ॥
যেন তরু দলে, বল্লী বস্ত্র গলে,
শির লুটাইয়া রজে।
হেন হয় জ্ঞান, অষ্টাঙ্গে প্রণাম,
করে তব পদাম্বুজে ॥
কিবা দিবা সতী সহ দিবাপতি
দম্পতিতে তমো হরে।
শশাঙ্ক শালিনী প্রকাশ যামিনী
বিশ্ব আলোকিত করে ॥
সর্ব্বদা ধরিত্রী সর্ব্ব শস্যদাত্রী
তব অনুজ্ঞা পালনে।
বিটপি নিকরে নত ফলভরে
প্রণত তব চরণে ॥
নব ভানু করে, প্রসূন কন্দরে,
বৃন্তে বিকসিত হয়।
সমীরণ ভরে অবনত শিরে
তব পদে প্রণময় ॥
সরসী সলিলে বিকচ কমলে
কিবা শোভা মন হরে।

ভৃঙ্গ তদুপরে গুণ গুণ স্বরে
তব গুণ গান করে॥ (ক্রমশঃ)

পুত্রশোকার্ত্ত জননীর খেদ।

অধীনীরে দয়াময়, হইলে নিদয়।
অবলার প্রাণে দুঃখ আর কত সয়॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত সহিতে না পারি।
অসময়ে পুত্র মরে করিল ভিখারি॥
অশনি সমান শোক বাজিল বক্ষেতে।
অধীনী কাতরা অতি পারিনা সহিতে॥
অরুণ অঙ্গজ তোর এই কি বিচার।
অসময়ে পুত্র নিধি হরিলি আমার॥
অহোরাত্র বক্ষে করি পালিনু বাছারে।
অবশেষে দুরাচার হরিলি তাহারে?
অমূল্য রতন মোর গেলিরে কোথায়।
অধর চুম্বিয়া তোরে কোলে করি আয়॥
অন্ধকার দেখি আমি বিহনে তোমার।
অরুণ অস্তেতে যথা সব অন্ধকার॥
অন্ধের যষ্টিরে তুমি নয়ন পুতলি।
অঙ্কে উঠি আধ স্বরে ডাক মা মা বলি॥
অঞ্জন পরাই এস ক্রোড়েতে লইয়া।
অধর চুম্বন করি স্নিগ্ধ হোক হিয়া॥
াসিয়া আমার বক্ষে বসো যাদুধন।
ানন হেরিয়া মোর জুড়াক জীবন॥
াগে যদি জানিতাম কপাল এমন্।
াসিতাম নাহি আমি এদেশে কখন্॥
বাস ছাড়িয়া কোথা না হইতে স্থির।
আমায় ছাড়িয়া কোথা গেলিরে সুধীর॥
আহা সে নয়নানন্দ নলিন শুকায়।
আর কি পাইব আমি দেখিতে তাহায়॥
আর দুঃখ মম হৃদে সহেনা সহেনা;
আর মম হস্ত পদ বহেনা বহেনা॥
ইন্দ্রিয় হইল মোর শোকেতে বিকল।
ইচ্ছা হয় এইক্ষণে প্রবেশি অনল॥
ইষুবিদ্ধ হয় যথা কাতরা হরিণী।
ইহকাল সেইরূপ দহিবে পরাণী॥
ঈদৃশ শোকেতে মোরে করিয়া পাগল।
ঈরিণাক্ত (ক) দেখি আমি পৃথিবী সকল॥
ঈশ্বর সাধনা করি পাইলাম তোরে।
ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে যম গ্রাসিল তোমারে॥
উহুঃ প্রাণে মরি মরি ওরে যাদুধন।
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকারে বেরুল জীবন॥
উচ্চাটন প্রাণ মোর তোমার লাগিয়া।
উত্তাপ শীতল কর মোরে দেখা দিয়া॥
ঊন * হৃদে বজ্রশোক সহিতে না পারি।
উহু প্রাণে বাপ ধন মরি মরি মরি,॥
ঋক্ষক † পড়িয়া চক্ষু হইল অসান।
ঋজু হোয়ে বাপধন হইলি পাষাণ॥
ঌকারে ‡ পড়িয়া আমি কাঁদি অনিবার।
ৡকার (১) সমান পুত্র পাইব কি আর?

(ক) শূন্য। * ভগ্ন। † জলধারা। ‡ ভূমিতে। (১) মহাদেব।

একা মোরে ফেলে কোথা গেলে বাপধন?
একবার দেখা দিয়া জুড়াও জীবন ॥
ঐশ্বর্য্য যে তোমা বই নাহি যাদুমণি।
ঐহিক সম্পদ যথা ফণীদের মণি ॥
ঐরি হোয়ে শিরোমণি কেবা হরে নিল।
ঐহিক সম্পদে মোর আগুন জ্বালিল ॥
ওষ্ঠাগত হোল প্রাণ বিহনে তোমায়।
ওঠন শকতি নাই কি বলিব আর ॥
ওতপ্লুত (২) হই আমি সদা ভূমিতলে।
ওকঃ(৩) লও মম হৃদে ডেকে মামা বলে ॥
ঔষধ নাহিক আর রাখিতে জীবন।
ঔদার্য্য ত্যজিয়ে দুঃখ দিলি বাপধন ॥

(ক্রমশঃ)

হৃদয় বিনিময়।

একরূপ মনোভাব যথা দেখা যায়।
পবিত্র বন্ধুতা স্রোত বহিছে তথায় ॥
হবরে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার।
বুদ্ধিমতী হরিমতি লেখিকা যাহার ॥
মনোগত ভাব মম করেছে প্রচার।
রচিকারে ধন্যবাদ দেই শত বার ॥
হরিমতি! তোমা আমা একই অন্তর।
পরস্পর উভয়েতে যদিও অন্তর ॥
মনেতে বাসনা তোমা দেখিবারে পাই।
পূর্ণ মানসের কিন্তু উপায় তো নাই ॥
বামাবোধিনীতে ভগ্নি দেখা দেখি হয়।
তাহাতেই জানি তব বাড়ী কাল্‌নায় ॥
বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আজি তোমাতে আমাতে।
হইলাম বদ্ধ ভাই ঈশ্বর সাক্ষাতে ॥
নাম মম নিয়ে দেখ বাটী চেতলায়।
আশা করি মিত্র তুমি ভাবিবে আমায় ॥
ঈশ্বর করুন তব মঙ্গল সাধন।
এইটী আমার ভগ্নি একান্ত মনন ॥

শ্রীভবসুন্দরী মিত্র।

---

(২) লুষ্ঠিত। (৩) আশ্রয়।